সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরবর্তী ধাপের যাত্রা পথে

ঢাকা, ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭: সরকারী সেবা প্রদানে আরো বেশী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে সক্ষম করে তুলবে । আজ বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র্য অর্ধেককে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘের নির্ধারিত এক গুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি এবং নবজাতকের মৃত্যু হার কমানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রতিবেদনটির মতে, এই পরিস্থিতির দ্রুত অগ্রগতির জন্য সরকারী সেবা সমূহের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার, সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটি কার্যকর অংশীদারিত্বের প্রয়োজন।

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে এবং তারও পরবর্তীতে: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জবাবদিহিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবন'- শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. জু শিয়েন বলেন- " সরকারী সেবার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো সম্ভব হলে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু পুষ্টির মত কঠিন লক্ষ্যসহ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলোই বাংলাদেশের অর্জন করার সক্ষমতা রয়েছে।"

ব্যাপক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা থাকলে নাগরিক সমাজ তাদের প্রাপ্য সেবার মাত্রা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেবা প্রদানকারীদের নিয়মিতভাবে মতামত জানাতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সমাজ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্তর্ভুক্তিকরনের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড পর্যন্ত সেবার মান নিশ্চিত করবে। সেইসাথে দেশটির দ্রুত বর্ধনশীল শহুরে জনসংখ্যার নিকট সেবা প্রদানে সমস্যার ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সমাধানে আসার বিষয়ে প্রতিবেদনটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাওয়ার এ্যন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান, অর্থনীতিবিদ ডঃ হোসাইন জিল্লুর রহমান বলেন, 'শিক্ষার্থীদের পুষ্টি সেবা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মত 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' গুনগত বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়া হলে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা ভালোভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে। একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ের বিদ্যমান ও ভবিষ্যত সরকারী সেবা প্রদানে উর্ধমুখী ও নিম্নমুখী জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠানিকীকরনে কর্তপক্ষকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।"

বিশ্ব ব্যাংকের শীর্ষ মানব উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ডঃ কায়সার খান প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করে বলেন,- 'শহর এলাকার ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরনের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত এই সমস্ত ক্ষেত্রে অর্জিত এমডিজি'র প্রাপ্তি জাতীয় প্রাপ্তিকে নীচে নামিয়ে আনার ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। '

হেলথ ওয়াচ এর সদস্য সচিব ডঃ আহমেদ মোস্তাক চৌধুরী বলেন: 'সবচেয়ে কার্যকর নীতিমালা এবং কর্মসূচীর প্যাকেজ খুজে পেতে হলে মা ও শিশু মৃত্যু হারের প্রয়াসকে শহরে ও গ্রামের বিভিন্ন সেক্টরে সম্প্রসারিত করতে হবে। '

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের উল্ল্যেখ করে এডুকেশন ওয়াচ এর সদস্য সচিব এবং পিপলস' এমডিজি এর সমন্বয়কারী মিস্ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, -'বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জন করেছে এবং এমডিজি'র দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌছেছে। যদিও সকল পর্যায়ে শিক্ষার মান একটি উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে বিরাজ করছে। প্রায় ৪৮ শতাংশ ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী, শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জনের নিম্ন হার, ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংবলিত শ্রেণী কক্ষ, গড়ে প্রতি ৫৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন মাত্র শিক্ষক এবং ২৮ শতাংশেরও বেশি প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের মত বিষয়গুলো প্রাথমিক শিক্ষার মান কি তা বলে দেয়"।

মৌলিক সেবার মান বাড়াতে উর্ধমূখী ও নিম্নমূখী জবাবদিহিতার প্রসার ঘটিয়ে সিবা প্রদানকারীর কাছে মতামত পৌছানো এবং ইউনিয়ন পরিষদের মত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান যেটির স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত সকল সরকারী সেবা সমূহের চলমান এবং ভবিষ্যত প্রকল্পের কার্যাবলী সমূহ পর্যবেক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরনে সহায়তা করবার একটি ব্যাপক এবং এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যু রোধে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা ইতোমধ্যেই এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা যেমন, মাতৃত্বকালীন মৃত্যু রোধ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং কিছু সুনির্দিষ্ট শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কমিউনিটি ভিত্তিক মৌখিক ময়না তদন্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে যেখানে সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে থাকেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদ হতে নির্বাচিত স্থানীয় মহিলা সদস্য এবং সভাটিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীগণ, সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজের সকল সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন। এর ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে এবং বিশেষ করে ভবিষ্যতে একই ধরনের ভুল বা ত্রুটি এড়ানোর জন্য শিক্ষা গ্রহনের ক্ষেত্রে সভাটি একটি উন্মুক্ত ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এই পদ্ধতি সকল সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বত্র প্রচলন করা যেতে পারে কেননা মাতৃত্বকালীন মৃত্যু সব সময় ঘটে না ।

এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রতিবেদনটি এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মায়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুরুত্বের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।